|  |
| --- |
| **আইন ও বিচার বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভাগের গুরুত্ব:** আইনের শাসন ও একটি কার্যপোযোগী বিচার ব্যবস্হা মানব কল্যাণ সাধনের মূল ভিত্তি- যা একইসাথে যথাযোগ্য ও কার্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখে। এই শর্ত অপরূণীয় রেখে কোন রাষ্ট্রেই উন্নয়ন অর্থবহ হয় না। রাষ্ট্রে আইনের শাসন ও কার্যকরি বিচার ব্যবস্হা নিশ্চিত করতে আইন এবং বিচার বিভাগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, বিচার প্রাপ্তিতে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে জনগনের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক বৈষম্য ন্যূনতম পর্যায়ে আনা এ বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** বিচার ব্যবস্থায় অভিগমনে সাম্যতা নিশ্চিত করতে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারনে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। তাছাড়া বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা আইন ও বিচার বিভাগ গ্রহণ করে থাকে।

**২.০ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে নারীর বিরুদ্ধে সহিসংসতা রোধে বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আইনগত উপায়ে নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা রোধকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা রোধ আইন, ২০১০, যৌতুক নিরোধ আইন, 2018 এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ কার্যকর আছে।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

দক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থায় অভিগমনে (access) সাম্যতা বিধান এবং ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ সংক্রান্ত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলা হচ্ছে- মধ্যস্থতা, আপোষ, শালিসের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধিকরণ, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এ.ডি.আর) এর মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান ,আইনগত সহায়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত পোস্টার, প্যাম্পলেট ইত্যাদি প্রকাশ এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কসপ আয়োজন, আইনগত সহায়তা প্রদানকারীগণের প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ , কলসেন্টার / হটলাইনের মাধ্যমে আইনি পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান ইত্যাদি।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক নং** | **অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসুচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. | মামলা পরিচালনা ও নিষ্পত্তি সহজীকরণ | দেশের অধস্তন আদালতসমূহকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি আদালতকে ই-র্কোট রুমে পরিণত করা হবে। প্রতিটি আদালত এবং বিচারকার্যের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর যেমন থানা, হাসপাতাল, কারাগার এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তি যেমন তদন্তকারী, সাক্ষী, আইনজীবী, আসামী ইত্যাদি সেন্ট্রাল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকবে বিধায় কার্যকর মামলা ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে। এতে বিচারপ্রার্থী জনগণের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা সুফল ভোগ করবে। |
| ২. | ভুমি নিবন্ধন কার্যক্রম আধুনিকায়ন | ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে আইসিটি ব্যবহার করা হবে। ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনে ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভূমি রেজিস্ট্রেশনে নাগরকিগণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা পাবেন। তাছাড়া, ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আইসিটি নির্ভর স্বচ্ছ পদ্ধতি হওয়ায় ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ হ্রাস পাবে। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে নারীও ভুমি নিবন্ধন আধুনিকায়নের উপকারভোগী হবেন। |
| ৩. | লিগ্যাল এইড সার্ভিস প্রদান | দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র বিচার প্রাথীদেরকে বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদানের ফলে বিচার ব্যবস্থার একদিকে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং অন্যদিকে তারা ন্যায় বিচার পাবে ও সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক এবং তুলনামূলকভাবে সহিংসতার শিকার হওয়া নারীর সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। |

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

* আইন ও বিচার বিভাগের সচিবালয়, দপ্তর, সংস্থাসহ বিভিন্ন আদালত, বিশেষ আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল বিচারক ও কর্মকর্তা পর্যায়ের শতকরা ২৮ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ আছে;
* জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা গত ০৩ বছরে ১,২৭,৯০০ জন নারীকে আইনি সহায়তা প্রদান করেছে। হটলাইনের মাধ্যমে ১৭,৫৭৩ জন নারীকে আইনগত তথ্য ও সেবা প্রদান করা হয়েছে;

**5.১ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| ১ | বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৪০০ নিকাহ রেজিস্ট্রার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। |
| ২ | মানবাধিকার ও নারী-শিশু সুরক্ষায় প্রণীত আইনসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা | আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত পোস্টার, প্যাম্পেলেট ইত্যাদি প্রকাশ এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ আইনগত সহায়তা প্রদানকারীগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঊদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। |

6.২ দরিদ্র নারীদের বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদানের ফলে অপ্রাপ্ত বয়সে নারীর বিবাহ, যৌতুক প্রথা হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ ছাড়াও শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে পোশাক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকসহ বিভিন্ন কায়িক শ্রমে নিয়োজিত নারীদেরকে আইনী সেবা প্রদান করা হয়েছে;

6.৩ মামলা পরিচালনা কার্যক্রম আধুনিকায়নের মাধ্যমে নারীদের আইন ও বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং ফলস্বরূপ নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস পাবে। তাছাড়া সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নারী সমাজ সরাসরি উপকৃত হবে। সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ফলে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি অবাধ চলাচল নিশ্চিত হবে এবং নারীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

**6.৪** মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের **সাফল্যগাঁথা (Success Story):**

|  |
| --- |
| **Success Story: আপস-মীমাংসা**  অনিতা চাকমার (৫৫) বাড়ি রাঙ্গামাটি সদরে। তিনি ও তার বয়স্ক স্বামী তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় রাঙ্গামাটি সদরে ১২ শতক জমি কিনেছিলেন। পাশ্ববর্তী জমি কিনেন জনৈক জয়ন্তলাল চাকমা। অনিতা চাকমা তার স্বামী সন্তানসহ চট্টগ্রাম শহরে থাকায় করোনার ১ম দফার কঠোর লকডাউনের সুযোগে প্রতিবেশী জমির মালিক জয়ন্তলাল চাকমা তাদের জমির প্রায় এক শতক জমি নিজের চার শতকে যুক্ত করে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করেন। অনিতা চাকমা গত ২৭.০৬.২১ তারিখে রাঙ্গামাটির লিগ্যাল এইড অফিসে অভিযোগ দায়ের করলে অপরপক্ষকে নোটিশ করে জবাব চাওয়া হয়। পরবর্তীতে নালিশী জমি পরিমাপ করে এডভোকেট কমিশনার রিপোর্ট দিলে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার স্বয়ং নালিশী জমি সরেজমিন পরিদর্শন করে আপত্তি শুনানী পূর্বক মীমাংসা সভা করলে জয়ন্তলাল আপোষের প্রস্তাব দেন এবং বেদখলকৃত জমির দখল ছাড়বেন মর্মে মীমাংসা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। |

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** প্রতিবন্ধকতাসমূহ

জনসাধারনের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের আধিপত্য, সামাজিক কুসংস্কার, দারিদ্র্যতা ও সামাজিক বৈষম্য, অর্থনীতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের তুলনামুলক কম অংশগ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা ও যৌন-হয়রানী, পারিবারিক সহিংসতা ইত্যাদির পাশাপাশি আইনি প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রে নারীদের অনাগ্রহ, প্রতিকার-সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব। তাছাড়া সামাজিক কুফলসমূহ যেমন: সম্পত্তিতে নারীর অধিকারহীনতা , বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি নারীর উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* + - * বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা;
* স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মীয় অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরুপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা;
* নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন;
* বাল্য বিবাহ, ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা;
* নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা;
* নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
* সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া;
* আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ সংক্রান্ত সকল কমিশনে জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা;
* মানবাধিকার ও নারী শিশু সুরক্ষায় প্রণীত আইনসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।